গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
যশোর
www.food.jessore.gov.bd

নম্বর: ১৩.০১.৪১০০.০০০.০৭.০০৩.২৩.১৮৮৩

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৯ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বরাদ্দ আদেশ

যশোর জেলাধীন যশোর সদর উপজেলার নিম্নোক্ত চালকল মালিক অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২৪ মৌসুমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ ও এর সংশোধনী এবং এ সংক্রান্ত জারীকৃত আদেশ সমূহ অনুসরণপূর্বক যশোর সদর/রুপদিয়া এলএসডিতে (সরকারি খাদ্য গুদামে) চাল সরবরাহের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে সংশিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক-এর সুপারিশের ভিত্তিতে তার নামের পার্শ্বে বর্ণিত পরিমাণ আমন সিদ্ধ চাল সরবরাহের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হলো।

<u>মিলারদের জন্য শর্তাবলীঃ</u>

১) সংশিষ্ট চালকল মালিকগণ সংগ্রহ/২০২৩-২৪ মৌসুমে উৎপাদিত আমন ধান নিজস্ব মিলে উত্তমভাবে ছাঁটাই করে বিনির্দেশসম্মত ফলিত চাল নির্ধারিত এলএসডিতে (সরকারি খাদ্য গুদামে) সরবরাহ করতে হবে। কোন ক্রমেই এর ব্যত্যয় করা যাবে না।
২) খালি বস্তার একপিঠে এলএসডি ও জেলার নামসহ সংগ্রহ মৌসুম আমন/২০২৩-২৪ স্পষ্টভাবে লেখা স্টেনসিল দিয়ে (খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী) মিলারকে বস্তা সরবরাহ করতে হবে। মিল থেকে সরাসরি গৃহীত চাল এবং ধান ছাঁটায়ের প্রাপ্ত ফলিত চাল, উভয় ক্ষেত্রে বস্তার অপর পিঠে নিচের দিকে মিলের নাম সম্বলিত ষ্টেনসীলের সুস্পষ্ট ছাপা (অক্ষর এবং সংখ্যার আকার কমপক্ষে ২ ইঞ্চি) প্রদান করতে হবে। ষ্টেনসীলের ছাপবিহীন খাদ্যশস্যভর্তি কোন বস্তা গ্রহণ করা হবে না।
৩) মিল থেকে গৃহীত চাল বোঝাই বস্তার মুখ মেশিনে সেলাই হতে হবে।
৪) বিনির্দেশ মোতাবেক প্রস্তুতকৃত চাল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার প্রত্যয়ন ও নমুনাসহ নির্ধারিত এলএসডিতে (খাদ্য গুদামে) সরবরাহ করবেন।
৫) বরাদ্দপ্রাপ্ত মিলার সমুদয় চাল একবারে বা কিস্তিতে (০৫ (পাঁচ) মেঃ টনের নিম্নে নহে) সরবরাহ করতে পারবেন। কোন ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ০৫ (পাঁচ) মেঃ টনের কম হলে একবারেই সরবরাহ করবেন।
৬) বরাদ্ধ প্রাপ্ত হাস্কিং চালকলের চাল সর্টিং (Sorting) করে গুদামে সরবরাহ করতে হবে।
৭) চাল সরবরাহের সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক মিলার তার নিজস্ব প্যাডে আবেদন করবেন। উল্লেখিত কারণ যৌক্তিক বিবেচনা হলে একজন মিলারের সমূদয় চাল সরবরাহের ক্ষেত্রে সর্বচ্চো ০৩ (তিন) বার সময় বৃদ্ধি করা হবে। এর পরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাল সরবরাহে ব্যর্থ হলে তার বরাদ্ধ বাতিল করা হবে।
৮) যে সমস্ত চালকল মালিক চলতি আমন সংগ্রহ, ২০২৩-২৪ মৌসুমে চুক্তি সম্পাদন করবে, তারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে চাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে এবং সংগ্রহ কেন্দ্রে আনীত চাল একাধিকবার বির্নিদেশবর্হিভূত হিসেবে প্রত্যাখান হলে চুক্তি ও বরাদ্ধ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জামানত বাজেয়াপ্তসহ আইনানুগ অন্যান্য ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।
৯) চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ বা উল্লেখিত নির্দেশের কোন খেলাপ বা বিনির্দেশ মানের চাল সরবরাহ না করলে সংশি ষ্ট মিলারের বরাদ্দ আদেশ বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

<u>সংশিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, প্রত্যয়ণ পত্র প্রদানকারী কর্মকর্তা ও এলএসডির কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশাবলী</u>

১) মিলার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্রসহ সরবরাহকৃত চাল পরীক্ষান্তে বিনির্দেশভূক্ত পাওয়া গেলে ক্রয়কারী কর্মকর্তা সংশি ষ্ট সকল রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করতঃ ওজন মান ও মজুদ সার্টিফিকেটের (WQSC) মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করবেন। পরিমাণ ও মান নিশ্চিত হয়ে মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা পেমেন্ট-অর্ডার দেবেন। চালকল মালিকদের নিকট হতে চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত হারে উৎস কর/উৎসে আয়কর ও ভ্যাট (যদি থাকে) কর্তন প্রযোজ্য হবে।
২) প্রতি মেট্রিক টন সিদ্ধ চালের মূল্য ৪৪,০০০/- (চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা হারে পরিশোধ করবেন। খাদ্য মন্ত্রনালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক চাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট মিলারের হিসাবের অনুকূলে ডব্লিউকিউএসসি এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকায় বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট মিলারের হিসাবের অনুকূলে মূল্য পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩) সংগ্রহ নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক মিল ওয়ারী পরিদর্শন কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিযুক্ত করতে হবে ।
৪) চাল প্রস্তুত করণ প্রক্রিয়া পরিদর্শনকারী (খাদ্য পরিদর্শক / উপ-খাদ্য পরিদর্শক) মিল পরিদর্শনের সময় "প্রস্তুতকৃত চাল যথাযথভাবে মিলে প্রস্তুত করা হয়েছে দৃশ্যতঃ বিনির্দেশ সম্মত প্রতীয়মান হয়'' মর্মে ০২ (দুই) প্যাকেট নমুনা গ্রহণ করতঃ ১ টি মিলে ও ১ টি পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা সংগ্রহ পূর্বক প্রত্যয়নপত্র জারী করবেন। প্রত্যয়নপত্র ও নমুনা ছাড়া কোন চাল এলএসডিতে (খাদ্য গুদামে) গ্রহণযোগ্য হবে না। যে কোন প্রকার ব্যত্যয়ের জন্য সংশিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। কোন সমস্যা চিহ্নিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে হবে, যেন কোন অবস্হাতেই সংগ্রহ কার্যক্রম ব্যহত না হয় সে দিকে সংশিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।
৫) প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে সর্বসাধারণের দৃশ্যমান জায়গায় ২ মিটার দৈর্ঘ ও ১.৫ মিটার প্রস্থে হলুদ বোর্ডে লাল অক্ষরে প্লাষ্টিক রং দিয়ে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী চালের বিনির্দেশ এবং সংগ্রহ মূল্য লেখা সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।
৬) আনীত চাল দৃশ্যত: বিনির্দেশ বর্হিভূত হলে ক্রয়কেন্দ্রের কর্মকর্তা নমুনা স্বাক্ষর সংরক্ষণ করে তা ফেরত দিবেন। কোন মিলের চাল একাধিকবার বিনির্দেশ বর্হিভূত হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হলে সম্পাদিত চুক্তি ও বরাদ্ধ বাতিল হবে।
৭) বরাদ্ধ অনুযায়ী সরবরাহ করা চালের মধ্যে পরবর্তীতে কোন বস্তায় বিনির্দেশ বর্হিভূত চাল পাওয়া গেলে তাকে কালো তালিকাভুক্ত করাসহ সংশ্লিষ্ট মিলারের বিরুদ্ধে

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮) ক্রয়কারী কর্মকর্তা চালের মান যাচাই করে বিনির্দেশের মধ্যে আছে নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ করবেন এবং সকল রেকর্ড যথা- এলইউএ, খামালকার্ড, গুদামলেজার ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করার পর ক্রয়কারী কর্মকর্তা হিসেবে WQSC ইস্যু করবেন এবং ২য় ও ৩য় কপি ফরওয়ার্ডিংসহ বাহকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রেরণ করবেন।

৯) ক্রয়কেন্দ্রের সংগৃহীত খাদ্যশস্যের বাস্তব মজুদ যাচাই ও মান পরীক্ষা করে এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র দেখে পেয়িং অফিসার কেবল ১ম কপি WQSC তে লাল কালি দিয়ে লিখে মূল্য পরিশোধের আদেশ দিবেন। WQSC একাউন্ট পেয়িং হবে এবং নগদায়নের জন্য সর্ব্বোচ্চ সময়সীমা ১০ কার্যদিবস উল্লেখ করতে হবে। মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা পরবর্তী দিবসে ব্যাংক স্ক্রলের সংঙ্গে WQSC যাচাই করবেন এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিবরনী তৈরি করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

১০) মূল্য পরিশোধকারী কর্মকর্তা মজুত যাচাই করে WQSC স্বাক্ষর করা ছাড়াও সাপ্তাহিক মজুত হিসাবের দিন WQSC এর সাথে সাপ্তাহিক সংগ্রহ ও মজুত যাচাই করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করবেন।

১১) নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন করবেন।

১২) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রেরীত আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন করার জন্য মিল মালিক বাধ্য থাকবেন।

ক্র: ন:	উপজেলার নাম	মিলের নাম ও ঠিকানা	চালের বরাদ্দের পরিমান (মেঃ টন)		সরবরাহ কেন্দ্র	চাল সরবরাহের মেয়াদকাল	মন্তব্য
			বস্তা	পরিমাণ			
১	যশোর সদর	মেসার্স এস এন্ড কে রাইস মিল, প্রোঃ মোঃ নজরুল ইসলাম, বারীনগর, যশোর সদর, যশোর।	(৩০ কেজি ৬৫০ টি/ ৫০ কেজি ৩৯৭টি)	১৯.৫০০	যশোর সদর খাদ্য গুদাম, যশোর	১৪/১২/২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত	

২৯-১১-২০২৩
নিত্যানন্দ কুন্ডু
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
০২৪৭৭৭৬২৪৯৭
dcf.jsr@dgfood.gov.bd

নম্বর:

তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৯ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা;
২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা বিভাগ, খুলনা;
৩। জেলা প্রশাসক, যশোর;
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর;
৫। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, যশোর সদর, যশোর;
৬। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরী), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, যশোর;
৭। কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, যশোর;
৮। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যশোর সদর/রুপদিয়া এলএসডি, যশোর;
৯। ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক/কৃষি ব্যাংক/জনতা ব্যাংক/রুপালী ব্যাংক/অগ্রণী ব্যাংক, ...শাখা,........................, যশোর;
১০। ব্যবস্থাপক,................................ .. ব্যাংক, ...শাখা,....................................., যশোর;
১১। খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক, যশোর সদর, যশোর;
১২। মেসার্স..রাইস মিল, ..., যশোর এবং
১৩। সংরক্ষণ নথি, এ কার্যালয়।

২৯-১১-২০২৩
নিত্যানন্দ কুন্ডু
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক